"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ,
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd

নং-৩৭.২৪.০০০০.০০০.০৮.০০১.২২-১১৭ তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২

ভূমিকা:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর শিক্ষা ও গবেষণা ভাবনায় পরবর্তী প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে স্নাতকোত্তর (Post Graduation) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করার লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকার (guideline) প্রয়োজন হওয়ায় এ নির্দেশিকা ২০২২ প্রণয়ন করা হলো।

২.০ নামকরণ: এটি "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২" নামে অভিহিত হবে।

৩.০ উদ্দেশ্য:

৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা ও গবেষণা ভাবনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ;

৩.২ অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান;

৩.৩ "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অর্জিত ফলাফল ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে কীভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োগ হচ্ছে তা ফলোআপ করা।

৪.০ সংজ্ঞা:

৪.১ "মন্ত্রণালয়" বলতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

৪.২ "ট্রাস্ট" বলতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টকে বুঝাবে।

৪.৩ "শিক্ষার্থী" বলতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীকে বুঝাবে।

৪.৪ "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" বলতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে বুঝাবে।

৪.৫ "কমিটি" বলতে- (ক) 'বাছাই কমিটি' ও (খ) 'অ্যাওয়ার্ড কমিটি'কে বুঝাবে।

৫.০ অ্যাওয়ার্ডের অধিক্ষেত্র :

৫.১ সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science);

৫.২ কলা ও মানবিক (Arts & Humanities);

৫.৩ ব্যবসায় শিক্ষা (Business Studies);

৫.৪ আইন (Law);

৫.৫ ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science);

৫.৬ গাণিতিক বিজ্ঞান (Mathematical Science);

৫.৭ জীব বিজ্ঞান (Biological Science);

৫.৮ কৃষি বিজ্ঞান (Agricultural Science);

৫.৯ সমুদ্র বিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞান/পরমাণু বিজ্ঞান (Marine Science/Environmental Science/ Nuclear science)

৫.১০ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (Engineering & Technology)

৫.১১ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (Textile Engineering)

৫.১২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/এমার্জিং টেকনোলজি (Information and Communication Technology /Emerging Technology);

৫.১৩ শিক্ষা ও উন্নয়ন (Education & Development);

৫.১৪ চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical science);

৫.১৫ চারু ও কারু (Fine Arts);

৫.১৬ ধর্মীয় শিক্ষা (Religious Studies)

সামাজিক বিজ্ঞান, কলা ও মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং কৃষি বিজ্ঞান অধিক্ষেত্রে (দুই) ০২ জন এবং অবশিষ্ট অধিক্ষেত্রগুলোতে এক জন করে মোট বাইশ (২২) জন শিক্ষার্থীকে (নারী শিক্ষার্থী ও পুরুষ শিক্ষার্থীকে সমানসংখ্যক দেয়ার চেষ্টা করা হবে) চূড়ান্তভাবে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" হিসেবে নির্বাচন এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

৬.০ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা:

৬.১ স্নাতক/সমমান পর্যায়ে উত্তীর্ণসহ স্নাতকোত্তর শিক্ষায় দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থী "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" অ্যাওয়ার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন;

৬.২ অ্যাওয়ার্ডের জন্য স্বীকৃত শিক্ষাবোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট/ডিগ্রীর মধ্যে ৩টিতেই প্রথম বিভাগ/শ্রেণি/সমমান থাকতে হবে অথবা এসএসসি ও এইচএসসি তে জিপিএ/সিজিপিএ ৫.০০ (স্কেল ৫.০০ এর ক্ষেত্রে) এবং স্নাতকে জিপিএ/সিজিপিএ ৩.৭০ (স্কেল ৪.০০ এর ক্ষেত্রে) থাকতে হবে;

৬.৩ কোনো শিক্ষার্থী রাষ্ট্র বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোনো কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে বা নৈতিক স্খলণজনিত বা ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হলে (দেশে/দেশের বাইরে) আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৭.০ অ্যাওয়ার্ড সংক্রান্ত কমিটি:

৭.১ প্রাক-বাছাই কমিটি : স্কলার নির্বাচনের জন্য কার্যক্রমের শুরুতে ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি প্রাক-বাছাই কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই/বাছাই, আবেদনের দ্বৈততা পরীক্ষাকরণ, তুলনামূলক বিবরণ প্রণয়ন করে বাছাইকৃত স্কলারদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করবে।

৭.২ বাছাই কমিটি

ক্রম	বিস্তারিত বিবরণ	কমিটিতে পদবী
১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সভাপতি
২.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৮.	পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য
৯.	উপপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

৭.৩ বাছাই কমিটির কার্যপরিধি: বাছাই কমিটি এক্সট্রা কারিকুলার একটিভিটিজের নম্বর প্রদান করে প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করবে।

৭.৪ অ্যাওয়ার্ড কমিটি

ক্রম	বিস্তারিত বিবরণ	কমিটিতে পদবী
১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	সদস্য
৩.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	মাদরাসা ও কারিগরি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক (সংশ্লিষ্ট), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৭.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট	সদস্য-সচিব

৭.৫ অ্যাওয়ার্ড কমিটি'র কার্যপরিধি: বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের থেকে সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণপূর্বক অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করবে।

৭.৬ বাছাই কমিটি ও অ্যাওয়ার্ড কমিটি প্রয়োজনমত সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোনো বিশেষজ্ঞকে কমিটি'র সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮.০ বিজ্ঞাপন এবং আবেদন পদ্ধতি

ন্যূনতম তিন (০৩) টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক (১টি ইংরেজিসহ) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" এর দরখাস্ত আহবান করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ট্রাস্টসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর-দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি ব্যাপক প্রচারণার জন্য সকল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

বাংলাদেশের সকল সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন বা ভর্তিকৃত এমন শিক্ষার্থীগণ ট্রাস্টের নির্ধারিত আবেদনপত্রে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" অ্যাওয়ার্ডের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশসহ আবেদন করবেন। আবেদনপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, নম্বরপত্র ও এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ'র সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযোজন করতে হবে।

৯.০ অ্যাওয়ার্ড প্রদান পদ্ধতি:

সুবিধাজনক সময়ে/ভেন্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার" অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীকে এককালীন (০৩) তিন লক্ষ টাকার একাউন্ট পে চেক, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হবে।

১০.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা:

ট্রাস্টের নিজস্ব আয় থেকে অ্যাওয়ার্ডের বাজেট সংস্থান করা হবে। মোট এক কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হবে। ৬৬ (ছেষট্টি) লক্ষ টাকার অ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং বিজ্ঞাপন, প্রচার, ভেন্যু ভাড়া, আপ্যায়ন, সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও অন্যান্য আয়োজন সংক্রান্ত কাজে বাকী ৩৪ (চৌত্রিশ) লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

১১.০ স্কলার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি:

ক্রম:	বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	স্নাতক/সমমান পরীক্ষার ফলাফল	৭০
২.	এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ	১৫
৩.	মৌখিক সাক্ষাৎকার	১৫
	মোট নম্বর:	১০০

১২.০ আবেদনপত্র:

স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত আবেদনপত্র ট্রাস্টের ওয়েবসাইট (www.pmeat.gov.bd) থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

১৩.০ সংশোধনী:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রয়োজন মনে করলে এ নির্দেশিকার যে কোনো অংশ সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে পারবে। নির্দেশিকার কোনো বাক্য বা শব্দের অস্পষ্টতা থাকলে বা কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ট্রাস্ট ব্যাখা প্রদান করবে। কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোনো অথবা সকল আবেদনপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল করার ক্ষমতা ট্রাস্ট সংরক্ষণ করে।

03.07.2022

(নাসরীন আফরোজ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

নং-৩৭.২৪.০০০০.০০০.০৮.০০১.২২-১১৭

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬. অতিরিক্ত সচিব, ...(সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭. অতিরিক্ত সচিব, ...(সকল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।

৯. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

১০. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

১১. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা।

১২. জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।

১৩. উপ-পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (Establishment Division-এর ০৭/১২/১৯৭৩- এর Memo no. G-II/1G-1/73-514-এর Office Memorandum মোতাবেক গেজেটে প্রকাশের জন্য)।

১৪. জেলা শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।

১৫. উপজেলা নিবার্হী অফিসার, ... (সকল)।

১৬. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

১৭. প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৮. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।

২৫.০৭.২০২২

জান্নাতুল ফেরদৌস

উপ-পরিচালক

ফোন: ০২-৫৫০০০৪২৫

ইমেইল: dd@pmeat.gov.bd